ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস ২০১৫

০৫ মার্চ ২০১৫

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

২১ ফাল্গুন ১৪২১
০৫ মার্চ ২০১৫

বাণী

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে এ বাহিনীর সদস্যগণ সাহস ও বীরত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । আমি তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা মহানগরী এলাকায় বসবাসরত জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । এ বাহিনী তাদের পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও নানামুখী কৌশল অবলম্বনের সমন্বয়ে নগরবাসীর নিরাপত্তা প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইতোমধ্যে জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে । মহানগরীতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক অনন্য কৃতিত্ব বলে আমি মনে করি । রাজধানীবাসীকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস ।

আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি ।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল এবং কর্মব্যস্ত নগরী । দেশের সকল রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল এই ঢাকা । বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ায় ঢাকার সাবলীল গতিময়তা পুরো দেশের চিত্রকে প্রতিফলিত করে ।

ঢাকা নগরবাসীকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বটি যথাযথ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ । ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ কালরাতে রাজারবাগে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী । বুকে যারা ৭১'র চেতনা ধারণ করে, তারা দেশকে সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করবে, এটাই প্রত্যাশিত । কর্তব্যনিষ্ঠার এ অনন্য নজীর তারা প্রতিনিয়তই রেখে চলেছেন । আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি বজায় রাখাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সার্বিক কর্মকান্ড সাবলীলভাবে এগিয়ে নিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও নেতৃত্বের আসনে প্রথম সারিতে থাকবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

(আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি)

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

বাণী

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভক্ষণে আমি এ ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন । প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত এ ইউনিটের যে সকল সদস্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্য পালনকালে শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে আমি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ।

ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতার অনন্য ধারক ঢাকা মহানগরীতে প্রায় দেড় কোটি মানুষের বাস । বিশ্বায়নের এ অস্থির সময়ে মিশ্র সামাজিক মূল্যবোধ এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক সামর্থ্য সম্পন্ন এ বিশাল নাগরিক সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি দুরূহ কাজ । ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ দক্ষতা, যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে সেই দুরূহ কাজটিই সফলতার সাথে সম্পন্ন করে যাচ্ছে । অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বহুমাত্রিক অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণ, তদন্তপূর্বক আইনে সোপর্দকরণ, ট্রাফিক শৃঙ্খলা বিধান, মানবাধিকার রক্ষায় সযত্ন প্রয়াস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অত্যন্ত কার্যকর পুলিশ ইউনিটে পরিণত হয়েছে । সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন অশুভ শক্তি দেশব্যাপী পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি জঘন্য অপকর্মের মাধ্যমে নির্বিচারে মানুষের জীবন ও সম্পদের হানি ঘটিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির যে ঘৃণ্য চেষ্টা চালিয়ে এসেছে, তা প্রতিহত করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ যে আন্তরিকতা, দৃঢ়তা ও পেশাদারিত্ব দেখিয়েছেন তা সুধী মহলের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে । আমি এ জন্য আবারো তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

আমি আশা করি, অতীতের সফলতার উজ্জীবিত হয়ে আগামী দিনগুলোতেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ নগরবাসীর অধিকতর আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁদের জনমুখী কর্মকান্ডকে আরো বেগবান করতে সচেষ্ট হবেন ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক-এ কামনা করি ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

(এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম)

প্রত্যাশা ও সেবার সালতামামি

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে দ্রুত বাড়তে থাকে ঢাকা মহানগরের জনসংখ্যা, ব্যবসা বাণিজ্য ও নাগরিক ব্যস্ততা। আধুনিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয় নগর জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে । রাস্তায় যোগ হতে থাকে অজস্র গাড়ি । নির্মিত হয় বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা । পরিবর্তিত হতে থাকে অপরাধের ধরণ । সনাতনধর্মী অপরাধের সাথে যোগ হয় নানাবিধ হাইটেক ক্রাইম। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ।

ডিএমপি'র প্রথম পুলিশ কমিশনার জনাব ই এ চৌধুরী প্রায় ৪০ লক্ষ নগরবাসীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১২টি থানা এবং ৬ হাজার জনবল নিয়ে পথ চলা শুরু করেন । ইতোমধ্যেই ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ কোটিতে । একইসাথে ডিএমপি'র জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোতেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন । বর্তমানে ১ জন পুলিশ কমিশনার, ৫ জন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ৯ জন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার এবং ৩১ জন ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের মঞ্জুরী রয়েছে । বর্তমানে ডিএমপি'র থানার সংখ্যা ৪৯টি এবং মোট সদস্য সংখ্যা ২৬,৬৬১ জন ।

আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থা প্রবর্তন

আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় আজ হতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । দ্রুত নগরায়ন, দারিদ্রতা, উগ্র সংগঠনের বিস্তার রোধ, মাদক ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাশ করে মেট্রোপলিটন পুলিশ এ্যাক্ট । প্রথম লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার তাঁর সহকর্মীদের জনসাধারণের নিকট ববি (Bobby) হিসেবে গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা চালান । প্রায় ১৫০ বৎসর পর লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের আদলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে । এর সদস্যগণ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজেদের ব্রিটিশ ববি'র মত জনসাধারণের মাঝে সমাদৃত করতে । এ প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে তা জনসাধারণ বিচার করবে । তবে ডিএমপি'র এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ।

অপরাধ পরিস্থিতি

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মূল কাজ (Core function) সমূহের অন্যতম হচ্ছে Prevention and detection of crime. পুলিশের সার্বক্ষণিক তৎপরতার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় যাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় । সভ্যতার আদি হতে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কাজ করে । পুলিশি তৎপরতা, বিচার, জেল ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয় । যদি প্রতিরোধ না করা যায় তবে তা উদঘাটনের পদক্ষেপ নিতে হয় ।

ডিএমপি'র অর্গানোগ্রামে ক্রাইম এ্যান্ড অপ্‌স নামে একটি ইউনিট কাজ করে যারা অপরাধ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে । এর দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এবং তাকে সহায়তা করে একজন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার । ডিএমপি-কে ৮টি ক্রাইম ডিভিশনে ভাগ করা হয়েছে যার প্রতিটির দায়িত্বে থাকেন ১ জন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার । এই ৮টি ডিভিশনের অধীনে ৪৯টি থানা অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ।

ক্রাইম ডিভিশনের পাশাপাশি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) ক্লু লেস, মারাত্মক, চাঞ্চল্যকর কিংবা অর্গানাইজড গ্রুপ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলার তদন্ত করে থাকে । সাধারনত চৌকস তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ডিবি-তে পদায়ন করা হয়ে থাকে । নিয়মিত মামলা তদন্তের পাশাপাশি থানা পুলিশ-কে তদন্তে সহায়তা করাও ডিবি'র কাজ । জঙ্গী তৎপরতা, অপরাধীদের ডাটাবেজ প্রণয়ন/সংরক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্বও ডিবি পালন করে থাকে । ডিবিকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করে ৪ জন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ডিবি) দায়িত্ব পালন করেন । ডিবি'র দায়িত্বে আছেন একজন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এবং তাকে সহায়তা করেন একজন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ।

ঢাকা মহানগর এলাকার অপরাধ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত বৎসর (২০১৪) ৪৭ টি ডাকাতি, ২৬৫ টি দস্যুতা, ২৬২ টি খুন, ১৭৬ টি অপহরণ, ৬৫০ টি চুরি, ৮৮২ গাড়ি চুরি, ১,৬১১ টি নারী ও শিশু নির্যাতন, ৭,৬১৪ টি উদ্ধার জনিত এবং ৭,৯১০ টি অন্যান্য মামলাসহ মোট ১৯,৪১৭ টি মামলা রুজু হয় । সামগ্রিক পর্যালোচনায় ঢাকা মহানগরী এলাকায় অপরাধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং অপরাধ পরিস্থিতির ক্রম উন্নয়নের জন্য ডিএমপি'র প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ।

জনশৃঙ্খলা

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ডিএমপি'র অন্যতম দায়িত্ব জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বাংলাদেশের অধিবাসীগণ একটি উৎসবমুখর জাতি হিসেবে ইতোমধ্যে সুশীল সমাজের নিজ স্থান করে নিয়েছে । প্রতিমাসে অনুষ্ঠান সাজিয়ে বসে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা বেসরকারী সংস্থা । এ অনুষ্ঠানের মধ্যে ইংরেজী নববর্ষ, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (DITF), বই মেলা, অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ, মে দিবস, রমজান, ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা, বিজয় দিবস, বড়দিন, পুজা ইত্যাদি । অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রদান ডিএমপি'র জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ । উৎসবে যেন কোন ভাটা না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে ডিএমপি'র প্রতিটি সদস্যকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় ।

সামাজিক কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনে নিরাপত্তা বিধানের চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয় - হরতাল, অবরোধ কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মোকাবেলা করা । এ কাজ Labour intensive বিধায় এতে প্রচুর জনবল নিয়োগ করতে হয় । সম্প্রতি উন্নত বিশ্বের আদলে ডিএমপি বেশ কিছু আধুনিক রায়ট সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে, যাতে Physical engagement ব্যতিত জনশৃঙ্খলার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় । আগামীতে ডিএমপি আরো দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে ।

সাইবার ক্রাইম

সাইবার ক্রাইম বা কম্পিউটার ক্রাইম সাম্প্রতিক কালের চ্যালেঞ্জ । যা কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত অপরাধ । এ অপরাধ কম্পিউটার দ্বারা সংঘটিত হয় অথবা কম্পিউটার এদের টার্গেট থাকে । এরা যে সকল অপরাধ করে থাকে তার মধ্যে Cyber terrorism, Cyber extortion, Fraud and Financial crime, Harassment অন্যতম । এ অপরাধীরা উচ্চ শিক্ষিত এবং অল্প বয়স্ক । অষ্ট্রেলিয়ায় ২০০৬ সালে এক গবেষণায় দেখা গেছে এ অপরাধের সাথে যারা জড়িত তাদের বয়স ১৫ হতে ২৬ বৎসর । ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একটি চৌকস দল সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত অপরাধসমূহ তদন্ত করে । এর সদস্যগণ বিদেশ হতে প্রশিক্ষিত ।

এ্যান্টি ভেহিক্যাল থেফ্‌ট স্কোয়াড

ঢাকা মহানগর এলাকায় গড়ে প্রতিদিন ২/৩ টি অর্থাৎ মাসে ৬০ হতে ৯০ টি গাড়ি চুরি হয় । যার সিংহভাগ মোটর সাইকেল । বেশ কয়েকটি সঙ্গবদ্ধ দল বিভিন্ন ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এ অপরাধের সাথে জড়িত । গাড়ি চুরি নিয়ন্ত্রণ এবং চোরাই গাড়ি উদ্ধার, ডিএমপি'র জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ । ডিএমপি'র গোয়েন্দা বিভাগে এ্যান্টি ভেহিক্যাল থেফ্‌ট স্কোয়াড প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এরা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দলকে সনাক্ত ও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে । এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে শতাধিক গাড়ি উদ্ধার করে ।

SWAT (Special Weapons and Tactics)

SWAT ডিএমপি'র নবসৃষ্ট একটি বিশেষায়িত ইউনিট । এরা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অধীনে কাজ করে । এদের প্রতিটি সদস্য ন্যূনতম ২টি অত্যাধুনিক অস্ত্র বহন করে এবং প্রত্যেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত । এর সদস্যদের দ্রুত মোতায়েনযোগ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের জন্য প্রস্তুত রাখা হয় । যাদের দায়িত্ব দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার এবং অস্ত্র উদ্ধার । ঢাকা মহানগর এলাকার প্রতিটি বড় বড় অনুষ্ঠানস্থলে নিরাপত্তার জন্য SWAT সদস্যদের মোতায়েন করা হয় । তবে বিশেষ প্রয়োজনে এদের ঢাকার বাহিরেও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অনুমোদনক্রমে মোতায়েন করার বিধান রয়েছে ।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস

বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দলিল । প্রতিদিন কয়েকশত ব্যক্তিকে এর জন্য থানায় গিয়ে আবেদন করতে হতো । এটি থানা হতে অনুসন্ধান করার পর ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অফিস, পুলিশ কমিশনার অফিস এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে আবার থানায় ফেরত যাবার পর একজন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতেন । এতে সেবা প্রত্যাশি ব্যক্তিকে কাগজের পেছনে পেছনে ছুটতে হতো এবং অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো । বর্তমানে ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সে স্থাপিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে আবেদন জমা এবং এখান থেকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা যায় । এমনকি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিশ টাকা ডাক ডিউটি পরিশোধ করে তার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বাসায়ও গ্রহণ করতে পারেন ।

কমিউনিটি পুলিশিং

আধুনিক পুলিশিং এর জনক Sir Robert Peel সমগ্র বিশ্বের পুলিশ বিভাগের জন্য একটি আদর্শ । তাঁর অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে ব্রিটিশ পুলিশ জনসাধারণের মন জয় করে ববি-তে পরিণত হয়েছে । কমিউনিটি পুলিশিং প্রথা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানসহ সমগ্র বিশ্বের নিকট একটি সমাদৃত ও পরীক্ষিত পদ্ধতি । Community Partnership, Organizational Transformation এবং Problem Solving এই ৩টি মূলনীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনী কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা প্রবর্তণ করে ।

বাংলাদেশে প্রথম ১৯৯০ এর দশকে ময়মনসিংহ জেলায় শহর রক্ষা দল (Town Defense Party-TDP) গঠনের মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশিং এর একটি মডেল চালু করা হয় । অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঢাকা মহানগরের কাফরুল এবং ক্যান্টনমেন্ট থানা এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা চালু করা হয় । পর্যায়ক্রমে এটি সমগ্র মহানগর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে । বর্তমানে ডিএমপি'র প্রতিটি থানায় কমিউনিটি পুলিশিং এর নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে এবং মহানগরের প্রতিটি পুলিশ সদস্য ও জনসাধারণ 'পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ' কমিউনিটি পুলিশিং এর এই মূলমন্ত্র ধারণ করে দায়িত্ব পালন করছে । এ কাজে UNDP, DFID and European Commission পুলিশ সংস্কার কর্মসূচীর Police Reform Programme (PRP) এর মাধ্যমে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে ।

ওপেন হাউজ ডে

'ওপেন হাউজ ডে' জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে দূরত্ব কমাতে বেশ সহায়ক ভুমিকা পালন করে । প্রতিটি থানায় মাসে একদিন 'ওপেন হাউজ ডে' পালন করা হয় । যেখানে জনসাধারণ তাদের অভাব অভিযোগের কথা সরাসরি থানা ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের জানাতে পারে । এটি একটি জবাবদিহিতামূলক, স্বচ্ছ ও আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থা ।

সামাজিক কর্মকান্ড

ঢাকা মহানগর পুলিশ অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মাঝেও বেশ কিছু সামাজিক কর্মকান্ড করে যাচ্ছে । গরীবদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ, ব্লাড ব্যাংক হতে সহায়তা, অসুস্থ/দুস্থদের এককালীন আর্থিক সহায়তা, বৃক্ষ রোপনসহ নানান সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে ।

ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

ঢাকা মহানগর এলাকায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে জনসংখ্যা, দ্রুত হচ্ছে নগরায়ন, বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা । এ সুযোগে অপরাধীরা সুযোগ খুঁজছে নতুন নতুন অপরাধ সংঘটনের । পরিবর্তন করছে কৌশল ও অপরাধ করার ধরণ (Modus Operandi) । আগামীতে ঢাকা মহানগর পুলিশের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে -

- সাইবার ক্রাইম
- জঙ্গীবাদ/জঙ্গি তৎপরতা
- ক্রমবর্ধমান ভাসমান জনসংখ্যা
- জনশৃঙ্খলা রক্ষা
- ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট

বাংলাদেশ পুলিশের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও এলিট ইউনিট হিসেবে ঢাকা মহানগর পুলিশ নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে । এর সামর্থ্যও প্রচুর । ঢাকা মহানগরবাসীর নিরাপত্তার জন্য যেভাবে ডিএমপি'র প্রতিটি সদস্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে এবং মহানগরবাসীর সার্বিক সহায়তায় তা আরো বৃদ্ধি পাবে । সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় Better Dhaka to Live and Work প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে মর্মে ডিএমপি'র সদস্যগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ।

ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান পিপিএম
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন)
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ ফাল্গুন ১৪২১
০৫ মার্চ ২০১৫

বাণী

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশসহ বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে সূচিত হয়েছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ । অকুতোভয় পুলিশ সদস্যরা সেদিন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অকাতরে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন । মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলীয়ান পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ আজও দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন । আমি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ও বিভিন্ন সময়ে নিহত পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মহানগরীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । জাতীয় উৎসব, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ধর্মীয় ও ক্রীড়ানুষ্ঠানসহ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে সম্পাদনের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব আজ সর্বজনবিদিত ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই পুলিশ বাহিনীর মানোন্নয়নে কাজ করেছে । ঢাকা মহানগরীর শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্বিঘ্নে করতে আমরা ডিএমপি'র সামর্থ্য বহুগুণে বাড়িয়েছি । ডিএমপিকে আধুনিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করা হয়েছে । জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে । নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ও অধিকতর নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে আরও যুগোপযোগী ও সেবাধর্মী আধুনিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হবে ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ মানবিক মূল্যবোধ, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে সরকারের প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে বলে প্রত্যাশা করছি ।

আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

শেখ হাসিনা

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এর সকল স্তরের সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও জনবহুল নগরী ঢাকা রাজধানী হিসেবে দেশের সকল রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র । অনেক সীমাবদ্ধতা এবং বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ নগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের নিরাপদ জীবন-যাপনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ তাদের গভীর দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমে ইতোমধ্যে নাগরবাসীর অবিচল আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তির যুগোপযোগী ব্যবহার এবং প্রগতিশীল মানসিকতা সুসমন্বয়ের মাধ্যমে রাজধানীবাসীর শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলছে ।

মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ তাঁদের সফলতার এ ধারা অব্যাহত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি । ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক, উৎসবমুখর হোক এই প্রত্যাশা করি ।

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

(ড. মোঃ মোজ্জাম্মেল হক খান)

কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

বাণী

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠাদিবসের এ আনন্দঘন মুহূর্তে রাজধানী শহরের সকল সম্মানিত নাগরিক ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা । আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি পুলিশের সেই সকল মহান সদস্যদের যারা জন-শৃঙ্খলা ও জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বহু রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছে বিজয় খচিত লাল সবুজ পতাকা । রাজারবাগের পবিত্র ভূমি থেকে পুলিশের বীর সদস্যরা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ । আজও পূর্বসূরীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালনে সর্বদাই জাগ্রত পুলিশের প্রতিটি সদস্য । আর এ দায়িত্ব পালনে কেউ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন । এ আত্মত্যাগ চিরসবুজ ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলাদেশে । এ গৌরব বাঙ্গালীর । এ আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য ।

বিভিন্ন সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকান্ড ও জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিনষ্টের তৎপরতাসহ যাবতীয় সব অপচেষ্টার প্রবণতা রুদ্ধ করে দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ । বিরূপ পরিস্থিতিতেও ধৈর্য্য না হারিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্যরা পেশাদারিত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং শক্ত হাতে সকল নৈরাজ্যকে মোকাবেলা করে গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ধারাকে অব্যাহত রাখতে জীবন বাজি রেখে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে চলেছেন । ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আজকের দিনে অত্যন্ত দক্ষ, প্রজ্ঞাপূর্ণ, সাহসী, তড়িৎক্রিয়াশীল, বিচক্ষণ ও যুগোপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ স্বীয় পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার দ্বারা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বদ্ধপরিকর । পাশাপাশি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । অদম্য প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রয়োগে আমরা সর্বদা সচেষ্ট । সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নয়ন, জঙ্গিবাদ, মাদক, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার রোধ ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা বিধানে নগরবাসীর সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যকর কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে জন-মানসে স্বস্তিকর আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা উৎসবে পালা-পার্বণে নগরবাসীর নিরাপদে আনন্দ উদযাপন নিশ্চিত করেছে ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নগরবাসীর নিরাপত্তা, কল্যাণ ও শৃঙ্খলার সব চাহিদা অনুভব করে সানন্দ চিত্তে । তাই নগর জীবনের প্রয়োজনে সেবাধর্মী মনোভাবকে আশ্রয় করে প্রত্যাশিত সেবাটি নগরবাসীর দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে সদাপ্রস্তুত । জনবান্ধব পুলিশের কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের জন্য সবসময় সজাগ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ । আইনের শাসনের প্রতি অবিচল, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও জন-অংশীদারিত্বের প্রতি বিশ্বস্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদা সম্মানিত নগরবাসীর পাশে আছে ও থাকবে ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক ।

মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়া বিপিএম, পিপিএম

সৌজন্যে:
জুপিটার
শিক্ষায় গর্জে উঠুক বাংলাদেশ
জুপিটার পাবলিকেশনস
EHL
eastern housing limited
NITOL-NILOY
BRAC BANK
আস্থা অবিচল
BSI
Believes in Quality
যুক্তরাজ্য থেকে ফ্যাটিগ পরীক্ষিত
বন্দর স্টীল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
Hotline : +8801966610121-3, 01730909178 www.bandarsteel.com
কিউট
ন্যাচারাল ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ
কিউট সাবান এখন নতুন আঙ্গিকে...
Rose
GREEN DELTA INSURANCE
marches with time
S. ALAM GROUP
GROWING WITH
THE CHANGING FACE OF TIME
NORTHERN UNIVERSITY
BANGLADESH
বেঙ্গল প্রোটিন বিস্কুট প্লাস
সৌজন্যে:
অন্যতম বিশ্বে......বাংলাদেশে শীর্ষে
BRB
IFIC BANK